বুশের মিথ্যাচারের দলিল ‘প্ল্যান অব অ্যাটাক’

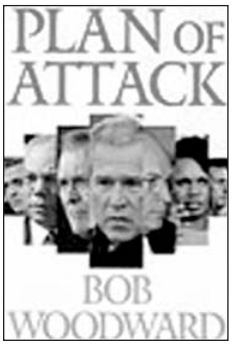

শওগাত আলী সাগর

জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুমোদন, আন্তর্জাতিক শক্তির সমর্থন ইত্যাদির নামে সময়ক্ষেপণ করলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউও বুশ তার অনেক আগেই ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছিলেন- এমন একটা তথ্য দালিলিক প্রমাণসহ উপস্থাপন করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মার্কিন সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড। তার নতুন বই ‘প্ল্যান অব অ্যাটাক’-এ ইরাক যুদ্ধ নিয়ে এমন সব স্পর্শকাতর বিষয় তুলে এনেছেন যা নিয়ে পুরো আমেরিকা জুড়ে শুরু হয়েছে তোলপাড়। মার্কিন পত্রপত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হররোজ চলছে বইটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা। খোদ মার্কিন প্রশাসনও খানিকটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেছেন বইটি প্রকাশ হওয়ার পর।

ওয়াশিংটন পোস্টের সিনিয়র সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড এর আগে ‘বুশ অ্যাট ওয়ার’সহ মার্কিন রাজনীতি ও প্রশাসন এবং যুদ্ধনীতি নিয়ে কম করে এক ডজন বই লিখলেও এবারই প্রথম তাকে মিডিয়াগুলোতে জাদরেল সব প্রশ্নকর্তার সামনে হাজির হতে হচ্ছে। খ্যাতনামা সাংবাদিক ল্যারি কিংস সিএনএন’এ তার বহুল আলোচিত ‘৬০ মিনিট’ অনুষ্ঠানেও তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বইটির খুঁটিনাটি নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন।

বব উডওয়ার্ডের নতুন বই ‘প্ল্যান অব অ্যাটাক’ হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ইরাক আক্রমণ নিয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচারের এক প্রামাণ্য দলিল। প্রেসিডেন্ট বুশ কেন এবং কিভাবে ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই গোপন পরিকল্পনা প্রামাণ্য দলিলাদিসহ উপস্থাপিত হয়েছে এই বইটিতে।

বইটির তথ্যপ্রবাহ থেকে দেখা যায়, ২০০১ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্ট বুশ সেনাবাহিনীর জেনারেল টমি আর ফ্রাঙ্কস এবং তার ‘যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রিসভার’ সঙ্গে বারবারই বৈঠকে বসেন এবং একটি যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। প্রেসিডেন্ট এবং তার প্রশাসনিক মুখপাত্ররা অবশ্য তখনো প্রকাশ্যে ইরাক সমস্যার কূটনৈতিক সমাধানের কথাই বারবার বলছিলেন। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার ৭২ দিন পর ২০০১ সালের ২১ নবেম্বর প্রেসিডেন্ট বুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে একটি যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেন।

প্রেসিডেন্টকে উদ্ধৃত করে বইটিতে বলা হয়েছে, ‘চলো আমরা এই পথে ভাবতে শুরু করি’ বুশ বলছিলেন। ‘টমি ফ্রাঙ্ককে দেখতে বলো, শেষ পর্যন্ত আমাদের যদি সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করেই আমেরিকাকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে কি করণীয় হবে তা নিয়ে তাকে ভাবতে বলো।’ বুশের প্রশ্ন ছিলো,‘প্রকটভাবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিগোচর না করে কি এগুলো করা সম্ভব নয়?’

এর ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পরে ২৮ ডিসেম্বর তিনি ইরাক যুদ্ধের বিস্তারিত পরিকল্পনা হাতে পান। মার্কিন সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের প্রধান ফ্রাঙ্কস টেক্সাসে ক্রাউফোর্ড রেঞ্চে বুশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই পরিকল্পনার একটি কপি তার হাতে পৌঁছে দিয়ে আসেন। প্রেসিডেন্ট বুশ অবশ্য তখন সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আমরা আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি।’ আফগানিস্তান ইস্যুটি তখনো আলোচনায় থাকায় কেউ আর এ নিয়ে ভিন্ন কোনো সন্দেহ করতে পারেনি। তবে গোপনে গোপনে পুরো ২০০২ সাল জুড়েই যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়েই তৎপর ছিলো বুশ প্রশাসন। বিশেষ করে, ‘যুদ্ধ ছাড়া সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের আর কোনো পথ নেই’... সিআইএ যখন এই উপসংহারে পৌঁছে এবং সিআইএ পরিচালক জর্জ জে টিনেটস মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করেন, ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে তখন প্রশাসনের ভেতরে যুদ্ধের পক্ষে ওকালতি করার লোকগুলোর তৎপরতাও বেড়ে যায়। পুরো পরিস্থিতি তখন যুদ্ধ পরিকল্পনাকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেয়।

সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড তার বইটিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনিকে ‘ক্ষমতাধর স্ট্রিম রোলিং ফোর্স’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । বইয়ের তথ্যানুসারে ডিক চেনি যুদ্ধের পক্ষের গ্রুপটিকে নেতৃত্ব দেন এবং তার সহকর্মীদের অনেকেই শক্তি দিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করার ফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ইরাকে সামরিক অভিযানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বুশ মনোস্থির করে ফেলেন ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে। কিন্তু বুশ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে নিয়ে খানিকটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। তার আশঙ্কা ছিলো, যুদ্ধে সমর্থন দেওয়ার কারণে হয়তো বা টনি ব্লেয়ারের ক্ষমতাও চলে যেতে পারে। সেই কারণে তিনি ১৯ মার্চ (ইরাকে ২০ মার্চ) পর্যন্ত যুদ্ধ পিছিয়ে দেন। ব্লেয়ারও তাকে পরামর্শ দিয়েছিলো, জাতিসংঘ থেকে দ্বিতীয়বারের মতো একটি প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিতে। বুশ অবশ্য টনি ব্লেয়ারকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন- যুদ্ধ থেকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার । কিন্তু ব্লেয়ার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ‘আমি বলেছি, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি এটাই দেখাতে চাই।’ - এটা ছিলো টনি ব্লেয়ারের জবাব। বইটিতে চেনি এবং সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েলের মধ্যকার সম্পর্কের তিক্ততাও তুলে ধরেছেন বব উডওয়ার্ড। বইটিতে বলা হয়েছে, এই দু’জনের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে গিয়েছিলো যে, তাদের মধ্যে কথাবার্তাও হতো কদাচিৎ ।

এই বইটির তথ্য-উপাত্ত এসেছে যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রিসভার সদস্য, হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা-কর্মচারী স্টেট এবং ডিফেন্স বিভাগ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলিয়ে প্রায় ৭৫ জনেরও বেশি লোকের কাছ থেকে। ‘তথ্যগুলো ব্যবহার করা হবে, তবে তাদের নাম- ঠিকানা ব্যবহার করা হবে না’- এই শর্তে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে দু’দিন। আনুষ্ঠানিক প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট বুশও বলেছেন অনেক নেপথ্য কথা।

‘ইরাক যুদ্ধকে ইতিহাস কিভাবে মূল্যায়ন করবে তা প্রেসিডেন্ট বুশও জানেন না’

বব উডওয়ার্ড

‘প্ল্যান অব অ্যাটাক’ বইটি প্রকাশের পর এ নিয়ে তোলপাড়ের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্নের। ওয়াশিংটন পোস্ট সম্প্রতি অনলাইন আলোচনার আয়োজন করেছিলো বইটি নিয়ে। বিশ্বের নানা জায়গা থেকে পাঠকরা লেখককে প্রশ্ন করেছেন খোলামেলাভাবে। সাংবাদিক বব উডওয়ার্ডও জবাব দিয়েছেন খোলামেলা। পাঠকদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে অনলাইন আলোচনার বাছাই করা কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : এই বইটি লেখার পেছনে আপনার কি উদ্দেশ্য কাজ করেছে?

উডওয়ার্ড : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের এ যাবৎকাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং ইরাক দখল করে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তিনি এটা কেন করলেন এবং কিভাবে করলেন আমি তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। এটা করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের শাসনের প্রায় দুই বছরের ঘটনাপ্রবাহ খুঁটিনাটি বিষয়েও খোঁজখবর করতে হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, এমন কিছু নতুন তথ্য আমি খুঁজে পেয়েছি, যা আগে আমার ১২টি বইয়ের কোথাও এগুলো উল্লেখ করতে পারিনি।

প্রশ্ন : যুদ্ধের ব্যাপারে যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং প্রশাসনের নীতিনির্ধারকদের কাছে আপনার অবাধ প্রবেশাধিকার ছিলো, যা অন্য কোনো সাংবাদিকের ছিলো না। হোয়াইট হাউসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিত্ব এই দুইয়ের মধ্যে কিভাবে তুলনা করা যায়?

উডওয়ার্ড : দেখুন, আমার বইটি কোনো তুলনামূলক আলোচনা বা সমীক্ষা নয়। আমি শুধু ‘কি ঘটতে যাচ্ছে, কি ঘটছে’ তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার চেষ্টা করেছি। সেই সময়কার ‘সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ পয়েন্টগুলো কি, কি নিয়ে বেশি বিতর্ক হচ্ছে, প্রেসিডেন্টের কাছে ঠিক কোন ধরনের বা কি পরামর্শ ও সুপারিশগুলো আসছে’ তার দিকেই আমার মনোযোগ ছিলো। বইতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ডকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে,‘প্রেসিডেন্ট বুশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন ধারণ অনেকটাই সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের মতো।’ বুশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিটি ঠিক কার মতো তা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা ছিলো না। আমি চেয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নির্বাচন এবং নির্বাচন মৌসুমের আগেই বইটি প্রকাশ

ইরাক আক্রমণ করে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ অবশ্যই ভুল করেছেন। আমি বিস্মিত হয়েছি যে তিনি তার সাম্প্রতিক সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়টি অল্প বিস্তরও তুলে ধরতে পারেন নি। আমি মনে করি ভুল স্বীকার করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কাজ

করতে। প্রেসিডেন্ট বুশকে তার বাবা বা সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যান, ক্লিনটন, নিক্সন কারো সঙ্গেই তুলনা করার সময় আমার হাতে ছিলো না।

প্রশ্ন : জর্জ বুশ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে কিছু পবিত্র লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন বলে উল্লেখ করেছেন। আমি অবশ্য ইরানের আয়াতুল্লাহ এবং প্রেসিডেন্ট বুশের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য দেখি না। তবে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে,আপনার বইটি প্রকাশ পাওয়ার পর এবং এ নিয়ে তোলপাড় শুরুর পরও ওয়াশিংটন পোস্টের এক জরিপে দেখা গেছে প্রেসিডেন্ট বুশের জনপ্রিয়তা কমেনি বরং একটু বেড়েছে। তো, আপনার কি ধারণা ছিলো এই বইটি নির্বাচনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে?

উডওয়ার্ড : নির্বাচন বা রাজনীতি-কোনো কিছুর ওপর কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরির লক্ষ্য নিয়ে আমি বইটি লিখিনি। আমি কেবল কিছু সত্য ঘটনাপ্রবাহ যা নেপথ্যে পড়ে ছিলো তা সবার সামনে তুলে ধরেছি মাত্র। তবে বইটির জন্য নেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট বুশ অন্তত দু’বার ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমবার তিনি ‘উপরের কোনো এক পিতার কাছে’ শক্তি প্রার্থনা করেছেন। এবং যেদিন চূড়ান্ত যুদ্ধের নির্দেশ দেন সেদিনও তিনি প্রার্থনা করেছেন এবং বলেছেন কম বা বেশি তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার বাহক হতে চান মাত্র। আমার কাছে এগুলোকে খুবই সাধারণ খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব বলে মনে হয়েছে। তবে প্রেসিডেন্ট বুশও এই প্রার্থনার মধ্যে খুবই শক্তি অনুভব করেছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে বুশের মধ্যে যদি ধর্ম নিরপেক্ষ কোনো মনোবৃত্তি থেকে থাকে তবে তা তার ‘জনগণকে মুক্তি দেওয়ার’ অভিপ্রায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ‘জনগণকে মুক্ত করার’ অর্থ হচ্ছে যারা নির্যাতন, নিপীড়নের মধ্যে বসবাস করছেন তাদের মুক্তি দেওয়া। এই মনোভাবই তার মধ্যে ইরাক যুদ্ধের যৌক্তিকতা তৈরি করেছে, ইরাক যুদ্ধ যে সঠিক একটি পদক্ষেপ তা ভাবতে সহায়তা করেছে ।

প্রশ্ন : আপনার বইয়ের একটি অংশে ‘দৃশ্যত সন্দেহবাদী প্রেসিডেন্ট বুশ সিআইএ’র গণবিধ্বংসী অস্ত্রের তথ্য উপস্থাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এবং পরিচালক দু’বার বলেছেন ‘এটি অকস্মাৎ খুলে যাওয়া জানালায় দৃশ্যমান বস্তু’ বলে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিয়ে কি পরিচালক টিনেট কোনো প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন? বইটির জন্য আপনি বিভিন্ন লোকের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কেউ কি এমন আভাস দিয়েছেন যে, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যাপারে গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার ব্যাপারে আগে সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার? প্রশাসন কি এখনো আশা করছে, ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কোনো না কোনো চিহ্ন ইরাকে পাওয়া যাবেই ?

উডওয়ার্ড : প্রথমত, এই বইয়ের প্রতিক্রিয়ায় টিনেট কোনো মন্তব্য করেছে বা কিছু বলেছেন বলে আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট বুশ এবং প্রশাসন বলেছে, তারা এখনো বিশ্বাস করেন ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের চিহ্ন তারা পাবেনই। আমার কাছে যেসব তথ্যাদি আছে সেগুলো বলছে, এটি সন্দেহজনক। তবে একেবারেই অসম্ভব নয়। টিনেটের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ঘটনাটি হচ্ছে ‘অকস্মাৎ খুলে যাওয়া জানালায় দৃশ্যমান বস্তু’ বলে মন্তব্যকে দুই মাস আগে সিআইএ তার জাতীয় গোয়েন্দা মূল্যায়নে যে তথ্য উপস্থাপন করেছিলো তারই রঙচঙ্গা পুনঃবিবৃতি বলে মনে হয়। কিন্তু টিনেটের ডেপুটি কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সংশয়বাদ এই পরিসংখ্যানের দুর্বলতার ব্যাপারেও সতর্ক করে দেয়।

প্রশ্ন : আপনার বই থেকে জানতে পারলাম, গণবিধ্বংসী অস্ত্র সম্পর্কে

গোয়েন্দাদের তথ্য উপস্থাপনের পর প্রেসিডেন্ট বুশের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিলো,'তোমাদের যা আছে- তা এই'? এখন আমি ধারণা করছি প্রেসিডেন্ট বুশের প্রাথমিক বুদ্ধিশুদ্ধি খুবই ভালো ছিলো এবং উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল প্রখর। অন্ধ তত্ত্বে বিশ্বাসী তার প্রশাসনের সদস্যরা 'রক্ষণশীল নীতিমালা' সারাক্ষণই বিড়বিড় করে আওড়িয়ে আসলে তাকে সর্বনাশের শেষ সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। আপনি কি মনে করেন?

উডওয়ার্ড : আমি যখন প্রেসিডেন্ট বুশের সাক্ষাৎকার নিই তখন তিনি বারবারই বলেছেন, তিনি তার সহজাত বুদ্ধির আলোকেই পরিচালিত হন। কিন্তু প্রধান নির্বাহী হিসেবে তিনি সম্ভবত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে আরো কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। একটা সময়ে সব ধরনের লোকই বিশ্বাস করতো যে ইরাকে গণবিধ্বংসী ছিলো এবং এর যে প্রমাণ আছে তাও সঠিক। সিআইএ'র কাছে

নির্বাচন বা রাজনীতি- কোনো কিছুর ওপর কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরির লক্ষ্য নিয়ে আমি বইটি লিখিনি। আমি কেবল কিছু সত্য ঘটনাপ্রবাহ যা নেপথ্যে পড়ে ছিলো তা সবার সামনে তুলে ধরেছি মাত্র

লৌহাবৃত কোনো প্রমাণ বা চূড়ান্ত প্রমাণের ঘাটতি আছে- এটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দেওয়াটাই গোয়েন্দাদের ভুল ছিলো। সামগ্রিক বিচারে সাদ্দামের ডব্লিউএমডি আছে এই তথ্যটাই ছিলো যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু প্রেসিডেন্ট এবং প্রশাসনের অন্য কর্মকর্তাদের ইঙ্গিত দেওয়া দরকার ছিলো যে এটি গোয়েন্দাদের তথ্যমাত্র, নিশ্চিত কোনো তথ্য নয়।

প্রশ্ন : প্রশাসনের ইরাক নিয়ে যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরির সময়টাতে 'আরেকটি অভ্যন্তরীণ হামলার আতংক' দ্বারা তাড়িত হয়েছেন বলে কি আপনার মনে হয়েছে?

উডওয়ার্ড : অবশ্যই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই এই ধরনের একটা আতঙ্ক ছিলো এবং এখনো সেটি আছে। আপনি যদি গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের সঙ্গে কথা বলেন তা হলে তারা কিন্তু বলবে খুব শিগগিরই আবার আমেরিকায় হামলা হতে যাচ্ছে। এই বইয়ের একটা অধ্যায়ের কথা বলি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ওসামা বিন লাদেনের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারে বলে প্রেসিডেন্ট বুশকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিআইএ'র পরিচালককে পাকিস্তানে গিয়ে সেখানে কি ঘটছে তা সরেজমিন দেখার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। তারা যা কিছুই করছে সব কিছুতেই আরো সহিংস হামলা এবং তার মাধ্যমে বিপর্যয় ঘটার মতো ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন 'আপনি নির্বাচন এবং নির্বাচন মৌসুমের আগে' বইটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আবার 'নির্বাচনে কোনো প্রভাব সৃষ্টি' করতেও চাননি। এটি কিভাবে সম্ভব ব্যাখ্যা করবেন কি?

উডওয়ার্ড : আমি জানতাম ইতিহাসে যা ঘটেছে তার এতো তথ্যবহুল ও প্রামাণ্য দলিলসমৃদ্ধ একটি বই অনিবার্যভাবে 'রাজনৈতিক ক্রসফায়ারে'র শিকার হবে এবং তাই হয়েছে। আমরা সবাই জানি নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ' পার্টিজান ক্রসফায়ার' প্রতিনিয়তই চাঙ্গা হতে থাকে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় এই ক্রসফায়ারে আমি পড়তে চাইনি।

প্রশ্ন : গোপনীয়তার জন্য বিশ্ববিখ্যাত এই প্রশাসনের কাছ থেকে আপনি কিভাবে এতো বিস্তৃত তথ্যাদি পেলেন?

উডওয়ার্ড : এই গল্পটা বলা হোক তা প্রেসিডেন্টও বোধ করি চেয়েছিলেন। আমার বছরটা ছিলো সত্যিকার অর্থেই রিপোর্টিং করার এবং আমার কাজ ছিলো জনগণের কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসা এবং নতুন নতুন তথ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া। সত্যি বলতে কি, এর আগে ক্ষমতাসীন কোনো প্রেসিডেন্টেরই বোধ করি এতোটা বিস্তৃতভাবে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়নি। আমি তাকে শত শত প্রশ্ন করেছি, যার অধিকাংশই তিনি উত্তর দিয়েছেন বা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্ন : বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেকেই মনে করে বুশ বিশ্ব শান্তি জন্য বিপজ্জনক। দমিয়ে দেওয়ার জন্য আগ বাড়িয়ে আঘাত হানার মতবাদ, প্যালেস্টাইন ভূখন্ডে আগ্রাসনে ইসরাইলকে ক্রমাগত সমর্থন দান, ডজন ডজন আন্তর্জাতিক চুক্তির দায়িত্বহীন খেলাপ- এগুলো বিবেচনায় রেখে আপনি কতোটা বিশ্বাস করেন যে বুশ পৃথিবীকে নিরাপদ করেছেন?

উডওয়ার্ড : আমি জানি না। এটাই হচ্ছে একমাত্র মজার প্রশ্ন যা আগামী মাস বা বছরগুলোতে নিষ্পত্তি হবে। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা সাক্ষাৎকারের শেষে আমি প্রেসিডেন্ট বুশকে প্রশ্ন করেছিলাম 'আপনার ইরাক যুদ্ধকে ইতিহাস কিভাবে মূল্যায়ন করবে বলে আপনার ধারণা?' জবাবে তিনি মৃদু হেসেছেন এবং বলেছেন, 'ইতিহাস! আমরা তার কিছুই জানি না। আমরা তখন মরে যাবো।' অনেকে আমাকে ফোন করে, ই-মেইল করে জানতে চেয়েছেন প্রেসিডেন্ট কি কোনোভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে আমরা আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারবো না। প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তব্য, ' ইতিহাসের রায় তো এখনো অনেক দূরে, অন্তত ১০ বছর বা তার চেয়েও বেশি। ইতিহাসের রায় সত্যি সত্যি যখন হবে, সেটা এতোটাই দূরে যে তখন আমরা হয়তো এই পৃথিবী থেকেই বিদায় নেবো।'

প্রশ্ন : ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা যদি না ঘটতো তাহলে কি প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণ করতেন? 'নো ফ্লাই জোনে'র সীমা লংঘন কি যথেষ্ট পরিমাণ যুক্তি দিতে পারতো?

উডওয়ার্ড : আমি নিশ্চিত, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা না ঘটলে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণ করতেন না বা ইরাক যুদ্ধ হতো না। 'নো-ফ্লাই জোনে'র সীমা লংঘন নিয়ে এক দশক ধরে দেনদরবার হচ্ছে কোনো ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই। আমেরিকান কোনো পাইলটকে গুলি করে ফেলে দিলে বা আটক করলে হয়তো কঠিন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা যুদ্ধের দিকে পরিস্থিতিকে নিয়ে যেতো। তবে আমাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা এবং মার্কিন ভূমি আক্রমণের শিকার হতে পারে- এই বোধোদয়ই আসলে পুরো পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে।

প্রশ্ন : প্রেসিডেন্ট বুশ কি বিশ্বাস করেন যে, তিনি ইরাক আক্রমণ করে কোনো ভুল করেন নি? নাকি এই ধরনের স্বীকারোক্তি করার সাহসই তার নেই? এই বিষয়ে তার চরিত্রের মূল্যায়ন করুন।

উডওয়ার্ড : ইরাক আক্রমণ করে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ অবশ্যই ভুল করেছেন। আমি বিস্মিত হয়েছি যে তিনি তার সাম্প্রতিক সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়টি অল্প বিস্তরও তুলে ধরতে পারেন নি। আমি মনে করি ভুল স্বীকার করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কাজ। কেননা, জনগণ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই সব ভুলগুলো জেনে যায়।

প্রশ্ন : আপনার সাংবাদিকতা এবং প্রেসিডেন্ট বুশকে নিয়ে লেখা প্রথম বইয়ের আলোকে বলবেন কি আপনার সবচেয়ে বড় ভুল কি ছিলো?

উডওয়ার্ড : ৯/১১ পূর্ববর্তী সময় নিয়ে আমার বোধহয় আরো কিছু সময় নেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট যখন আমাকে বললেন, তিনি ঠিক পয়েন্টে নেই এবং স্বীকার করলেন বিন লাদেন এবং আল কায়েদা নিয়ে তার নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা হাতে নেই, তখন আমার আরো গভীরে যাওয়া দরকার ছিলো।

পেন্টাগন, সেনাবাহিনী রামসফেল্ড এদের ভূমিকা সম্পর্কে আরো বেশি করে অনুসন্ধান করা, তথ্যাদি খতিয়ে দেখা দরকার ছিলো। সাক্ষাৎকারে আমার আরো গভীর কিছু প্রশ্ন করা উচিত ছিল।